সংবাদ
তারিখ ..20 NOV 2006 ...
পৃষ্ঠা ... ৫ প্রথম ... কলাম ... ৪

অনির্দিষ্টকাল বন্ধ শেকৃবি বাড়ছে সেশনজট

ফরিদ উদ্দিন

সেশন জটে পড়ার আশঙ্কা করছেন নগরীর শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা। অনির্দিষ্টকালের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের সব ক্লাস ও পরীক্ষা বন্ধ থাকায় এ আশঙ্কার সৃষ্টি হয়েছে। নির্ধারিত সময়ে পাঠ্যসূচি শেষ করে পরীক্ষা দিতে পারবেন কি না তা নিয়ে শিক্ষকরাও সন্দিহান। দেশে বিরাজমান রাজনৈতিক অস্থিরতা এবং শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রলীগ, ছাত্রদল ও শিবিরের মধ্যে ক্যাম্পাসে আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে সংঘর্ষের আশঙ্কায় সম্প্রতি বিশ্ববিদ্যালয় অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। ফলে উচ্চতর কৃষিশিক্ষার দীর্ঘদিনের সেশন জটের ছায়া আবারও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে বলে জানিয়েছেন শিক্ষার্থীরা।

বিশ্ববিদ্যালয় সূত্রে জানা গেছে, প্রচলিত শিক্ষা পদ্ধতির পরিবর্তে সেমিস্টার পদ্ধতি চালু করার পর সেশন জটমুক্ত হতে চলেছে শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়। প্রচলিত শিক্ষা পদ্ধতিতে যেখানে চার বছরের বিএসসি এজি (অনার্স) কোর্স শেষ করতে প্রায় দ্বিগুণ সময় লেগে যেত সেমিস্টার পদ্ধতিতে একই কোর্স চার বছরেই শেষ হতো। কিন্তু শেকৃবিতে এখন তা বাধার সম্মুখীন হচ্ছে।

গত ১১ নভেম্বর রাতে ছাত্রদলের প্রায় ৩০০ কর্মী ছাত্রলীগে যোগ দেয়ায় ক্যাম্পাস দখলের প্রতিযোগিতায় নামে ছাত্রদল, ছাত্রশিবির ও ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা। ১২ নভেম্বর ১৪ দলের ডাকা অবরোধ কর্মসূচিকে ছাত্রলীগ শান্তিপূর্ণভাবে পালন করতে গেলে তাতে ছাত্রদল ও ছাত্রশিবির যৌথভাবে হামলা চালায়। এতে ছাত্রলীগের কয়েকজন নেতাকর্মী আহত হন। ১৩ নভেম্বর শেরেবাংলা হল দখলের মুখোমুখি হন তিন সংগঠনের নেতাকর্মীরা। এ পরিস্থিতিতে সংঘর্ষের আশঙ্কায় বিশ্ববিদ্যালয় সিন্ডিকেটের এক জরুরি সভায় পরবর্তী নির্দেশ না দেয়া পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের সব ক্লাস ও পরীক্ষা বন্ধ ঘোষণা করে। একই সঙ্গে আবাসিক হলে অবস্থানকারী শিক্ষার্থীদের দ্রুত ক্যাম্পাস ত্যাগের নির্দেশ দেয়া হয়।

> অবরোধ চলাকালীন বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্লাস ও পরীক্ষা চলাতে কোন আপত্তি নেই বলে জানান ছাত্রলীগ নেতারা; কিন্তু ছাত্রদল ও ছাত্রশিবির থেকে কোন আশ্বাস না পাওয়ায় বিশ্ববিদ্যালয় কবে খোলা হবে তা অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে।

বিশ্ববিদ্যালয় সূত্রে জানা গেছে, ক্যাম্পাস খুলে দেয়ার ব্যাপারে এখনও কোন পদক্ষেপ নেয়া হয়নি। কবে ক্লাস ও পরীক্ষা শুরু হতে পারে সে ব্যাপারেও কোন সুস্পষ্ট দিকনির্দেশনা পাওয়া যায়নি। ক্যাম্পাস খোলার ব্যাপারে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. এএম ফারুক শেকৃবি সাংবাদিকদের জানান, বিশ্ববিদ্যালয় খোলার বিষয়টি দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতির ওপর নির্ভর করছে। এদিকে ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক আল সামসুল হক সাগরের নেতৃত্বে ছাত্রলীগের একটি প্রতিনিধিদল উপাচার্যের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে আজ রোববার থেকে বিশ্ববিদ্যালয় খুলে দেয়ার দাবি জানিয়েছে।

অবরোধ চলাকালীন বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্লাস ও পরীক্ষা চলাতে কোন আপত্তি নেই বলে জানান ছাত্রলীগ নেতারা; কিন্তু ছাত্রদল ও ছাত্রশিবির থেকে কোন আশ্বাস না পাওয়ায় বিশ্ববিদ্যালয় কবে খোলা হবে তা অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে।

স্নাতকোত্তর (এমএস) পর্বের শিক্ষার্থীরা জানিয়েছেন তাদের পাঠ্যসূচির অনেকটাই বাকি রয়েছে। ফলে সিলেবাস শেষ করে এ বছরে ফাইনাল পরীক্ষা হবে কি না নিশ্চিত নয়। অনার্স পর্বের শিক্ষার্থীরাও জানিয়েছেন, তাদের ফাইনাল পরীক্ষা ঝুলে গেছে। এ অবস্থায় শিগগিরই বিশ্ববিদ্যালয় খুলে দেয়ার দাবি জানিয়েছেন শিক্ষার্থীরা।